বিশেষ ক্রোড়পত্র

জাতীয় শিশু দিবস

বৃহস্পতিবার ১৭ই মার্চ ২০২২

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এএসএম সামছুল আরেফিন

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটেছিল, এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। ধর্মীয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় যে এক ও অভিন্ন জাতি, একথা পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই বাঙালি মুসলমানেরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র বিখ্যাত উক্তি "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা

বাঙালি"। এই ঐতিহাসিক উক্তির মধ্যে নিহিত ছিল আমাদের বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবাণী। এই জাতিসত্তা ছিল অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ। আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নিরলস নেতৃত্ব ও পরিশ্রম বাঙ্গালির জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধান সহায়ক ছিল। দীর্ঘ এই যাত্রাপথে পাকিস্তান সরকারের জেল, জুলুম, অত্যাচার কোন কিছুই বঙ্গবন্ধুকে তার অভিস্ট লক্ষ্য থেকে দূরে সরাতে পারেনি। ২৬শে মার্চ '৭১ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নামের এক জাতিরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বঙ্গবন্ধুর জন্ম। পিতা শেখ লুৎফর রহমান, মাতা সায়েরা খাতুন। চার বোন এবং দুই ভাইয়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৃতীয় সন্তান। ডাক নাম ছিল খোকা। স্থানীয় মিশনারি স্কুলে পড়ালেখা শেষে গোপালগঞ্জ হাইস্কুলে পড়াকালীন তিনি অধিকার আদায়ের দাবিতে সক্রিয় হয়ে উঠেন। ১৯৩৯ সালে স্থানীয় এক ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ও নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। এই সময় তাকে গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এইসময় শেখ মুজিব বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সদস্য হন এবং বিভিন্ন সভা সমিতিতে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। কলেজ ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের আন্দোলনে সম্মুখভাগে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে তিনি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ১৯৪৩ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কাউন্সিলার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কলকাতাস্থ 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের' সম্পাদক মনোনীত হন। নিজ জেলা ফরিদপুর এবং কলকাতার বিভিন্ন সংগঠনে বঙ্গবন্ধুর কর্মকান্ড বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে বিএ পাস করে তিনি গোপালগঞ্জে ফিরে আসেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর '৪৭ বেগম ফজিলাতুন্নেসা ও শেখ মুজিবের প্রথম কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছর বঙ্গবন্ধুর জন্য কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষটি বরাদ্দ ছিল। (বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ভারত সরকারের সহযোগিতায় এই ২৪ নম্বর কক্ষটির সাথে ২৩ নম্বর কক্ষটি সংযোজন করে বর্তমানে এই কক্ষ দু'টি বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সংরক্ষিত। তৎকালীন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ২৭শে জানুয়ারি কক্ষটি উদ্বোধন করেন)।

১৯৪৭ সালে ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক যুবলীগে যোগদান করেন এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠেন। '৪৭ সালের শেষের দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হলে তিনি এই সংগঠনের মধ্যমনি হয়ে উঠেন। পাকিস্তান সরকারের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ও মাতৃভাষা বাংলা করার দাবির আন্দোলনে এ বছরের ১১ই মার্চ তিনি গ্রেফতার এবং জেলে প্রেরিত হন। স্বাধীন দেশে শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর জেল জীবন। ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরদ্ধে আন্দোলনে ১১ই সেপ্টেম্বর '৪৮ পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। ইতি হয় বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের।

১৯৪৯ সালের ২৩-২৪শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনের এক সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে জেলে থাকা অবস্থায় তিনি দলের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেলে থাকার সময় ভাষা আন্দোলনের দাবির পক্ষে তিনি সোচ্চার ছিলেন। জুলাই মাসের শেষের দিকে তিনি জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেশব্যাপী খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে ১৪ই অক্টোবর '৫১ তিনি গ্রেফতার হলে ৫ মাস কারাভোগ শেষে ২৬শে ফেব্রুয়ারি '৫২ তিনি ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে তার পিকিং-এ বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৩ সালের ৯ই জুন আওয়ামী মুসলিম লীগের সম্মেলনে তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এ বছরের ১৪ই জুলাই দলের বিশেষ কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহারে ২১ দফা দাবি গৃহীত হলে এই ২১ দফা দাবি জাতীয় নির্বাচনে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চ দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে। ১৫ই মে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নানাবিধ চক্রান্তে পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রাদেশিক সরকার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ৩০শে মে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা বলে পূর্ব পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকার বাতিল ঘোষিত হয়।

এই সময় শেখ মুজিব করাচি থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের সময় বিমানবন্দরে গ্রেফতার হন এবং ২৩শে ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদের নির্বাচনে ৫ই জুন শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান থেকে সদস্য নির্বাচিত হন। ৮০ সদস্যের এই গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০জন সদস্য নির্বাচিত ছিলেন। শেখ মুজিব এই গণপরিষদে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী উপস্থাপন করেন। ১৭ই জুন '৫৫ ঢাকার পল্টনের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের লক্ষ্যে ২১ দফা দাবি ঘোষিত হয়। শেখ মুজিব স্বায়ত্বশাসনের দাবি ও পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে 'পূর্ব বাংলার' নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' করার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টায় সচেষ্ট হন। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ রচিত পাকিস্তানের এই শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে "পূর্ব পাকিস্তান" এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এই চারটি প্রদেশকে এক ইউনিটে পরিবর্তন করে "পশ্চিম পাকিস্তান" নামকরণ করা হয়। এই ২৩শে মার্চ পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র দিবস হিসেবে স্বীকৃত। তবে এই সংবিধান বেশিদিন কার্যকরী হয়নি। '৫৬ সালে পুনরায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে ১৬ই সেপ্টেম্বর শেখ মুজিব শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৬ সালের দলীয় কাগমারী সম্মেলনে "আওয়ামী মুসলিম লীগ" থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দিয়ে "আওয়ামী লীগ" এ পরিবর্তন এবং শেখ মুজিবকে পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ৩০শে মে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শেখ মুজিব মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। একই বছর ৭ই আগস্ট থেকে তিনি সরকারিভাবে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন।

১৯৬১ সালে শেখ মুজিব সামরিক শাসন ও আইয়ুব সরকার বিরোধী আন্দোলন গঠনে তৎপরতা শুরু করেন। এই সময় শেখ মুজিবের নির্দেশে দুটি গোপন ছাত্র সংগঠন যার একটি শেখ মনির নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট' (বিএলএফ) এবং অন্যটি সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গঠিত হয়। জনাব আব্দুর রাজ্জাক উভয় সংগঠনে শেখ মুজিবের সমন্বয়কারী ছিলেন। "বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট" একটি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিতে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় গোপন কার্যক্রম শুরু করে। এই সময় শেখ মুজিব সশস্ত্র বিপ্লবে সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতসহ কয়েকটি দেশে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যোগাযোগ শুরু করেছিলেন। "বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট" মুক্তিযুদ্ধের সময়ে প্রথমে "বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স" নামে এবং পরবর্তীতে "মুজিব বাহিনী" নামে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ" জনমত গঠনের কার্যক্রমে বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনে বিভক্ত হয় এবং "নিউক্লিয়াস" নামে পরিচিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই সকল সংগঠন মুজিব বাহিনীর সাংগঠনিক নেতৃত্বে সমন্বিত হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়কালে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়টি জনগণের উপলব্ধিতে আসে। ১৭ দিনের এই যুদ্ধে সকল স্তরের মানুষ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পরবর্তীতে দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীসহ সকল স্তরের মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার দাবিতে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলে। এই সময় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তব্যের জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের এবং এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্টে রিটের মাধ্যমে তিনি ঢাকা কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং এই ৬ দফা দাবি পরবর্তীতে "জাতীয় মুক্তি সনদ" হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের ১লা মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলে ২৩শে মার্চ এই ৬ দফা দাবি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালের ৯ই মে ডিফেন্স রুল অভ পাকিস্তান (ডিপিআর) আইনে শেখ মুজিবকে আটক করা হয়। ডিপিআর আইনে গ্রেফতারকৃতদের জামিনের কোন বিধান না থাকায় কোন আদালত তাকে জামিন দেয়নি। পাকিস্তান সরকার ৩রা জুন '৬৮ শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে। "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্ত" এই মামলা "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" হিসেবে আলোচিত বা পরিচিত। ১৯শে জুন '৬৮ সকাল ১১টায় কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকা সেনানিবাসে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এই মামলার বিচারকার্য শুরু হয়েছিল। বিচার চলাকালীন অবস্থায় ১৫ই ফেব্রুয়ারি '৬৯ ৩য় পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ইউনিট লাইনের বন্দিশালার কাছে ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক পাকিস্তানি গার্ড কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হন। সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত এবং সার্জেন্ট ফজলুল হক আহত হন। এই হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারি '৬৯ সকল শ্রেণির মানুষ রাজপথে নেমে আসে এবং সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃতদেহ নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জাস্টিস এস এ রহমানের বাংলা একাডেমি ক্যাম্পাসে অবস্থিত বর্ধমান হাউজের বাসভবনে আক্রমণ চালায়। জাস্টিস এস এ রহমান নাইট ড্রেস পরা অবস্থায় পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে লাহোরগামী বিমানে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি আর ফিরে আসেননি। দুর্বার গণ-আন্দোলনের চাপে পাকিস্তান সরকার ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। রায়বিহীন অবস্থায় এই ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার সমাপ্তি ঘটে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি '৬৯ কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আয়োজনে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুকে সহযোগিতা দিয়েছেন তার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, দেশের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দল ও সংগঠন, শিল্পীসাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতাকামী জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীবৃন্দ। '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন এবং '৬৬ সালের ৬ দফা আদায়ের আন্দোলনের পথ ধরে '৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের অধিকারের দাবিতে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন গড়ে উঠে। '৭০ এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় বঙ্গবন্ধুকে সর্বময় ক্ষমতার চূড়ান্তে অধিষ্ঠিত করে। ৭ই মার্চ '৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের এক বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার চূড়ান্ত নির্দেশনা প্রদান করেন। এই নির্দেশনায় ছিল; এক- ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, দুই- আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তিন- আর যদি একটি গুলি চলে--। তার এই নির্দেশনা বাস্তবে রূপ নিয়েছিল। গ্রামে মহল্লায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। রাতের আঁধারে শুরু হয় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ।

২৫শে মার্চ '৭১ মধ্যরাতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এক হীন ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের উপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। রক্তে রঞ্জিত হয় বাংলার রাজপথ। ২৬শে মার্চ '৭১ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তার ধানমন্ডি বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেলে বন্দি অবস্থায় সামরিক বাহিনীর বিচারে তিনি ফাঁসির আদেশে দন্ডিত হন।

১০ই এপ্রিল ভারতের আগরতলায় বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মুক্তাঞ্চলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শতাধিক আন্তর্জাতিক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি), তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, মোহাম্মদ মনসুর আলী, এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক আহমেদকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নামানুসারে শপথ গ্রহণের এই স্থানের নামকরণ করা হয় 'মুজিবনগর' (বর্তমানে এটি মুজিবনগর উপজেলা) এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' হিসাবে পরিচিত হয়।

শিশুদের আদর করছেন বঙ্গবন্ধু • Bangabandhu caressing the children

দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী যুদ্ধ শেষে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। ২২শে ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন অপেক্ষা ছিল বঙ্গবন্ধুর। ৮ই জানুয়ারি '৭২ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডনে আসেন। ব্রিটিশ সরকার যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাতে কার্পণ্য করেনি। ১০ই জানুয়ারি স্বদেশের পথে ভারতের দিল্লি বিমানবন্দরে ছিল বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক যাত্রা বিরতি। ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভিভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী উভয়েই বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাগত জানিয়েছিলেন। এটি ছিল ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্যদিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশের নবযাত্রা। বিধ্বস্ত অর্থব্যবস্থা, প্রশাসনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রম বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে পরিচিত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পৃথিবীতে আজ বাংলাদেশ একটি সফল রাষ্ট্র।

আজ জাতি স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে ব্যস্ত। উৎসবমুখর পরিবেশে দেশে বিদেশে আজ বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারিত। পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর নামে চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে নামকরণ করা হয়েছে অনেক জনপদের। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী আজ একটি সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। সফল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে এবং রাষ্ট্র দর্শনে বঙ্গবন্ধুর নাম আজ পৃথিবীতে সমুজ্জ্বল। ❑

শুভ জন্মদিন আজ সতেরোই মার্চ

আসলাম সানী

এখানে এই ব-দ্বীপে
এসেছিলেন কতো প্রাণ
তেরো শত নদী
বহে নিরবধী
ঢেউয়ে ঢেউয়ে গাহে গান,
মহুয়া-মলুয়া-বেহুলার কথা
ময়মনসিংহ গীতিকায়
সুয়োরানী-দুয়োরানী
আলালের ঘরের দুলাল
জন্মায় এ বাংলায়,
দোয়েল-কোয়েল- মাছরাঙা-ঘুঘু
সুরে সুরে গেয়ে যায়-

পুতুল নাচের ইতিকথা আর
ঠাকুরমা'র ঝুলি
পদ্মা নদীর মাঝির ডাকেই
হাতে বৈঠা তুলি-

খনা আর চন্দ্রাবতী
চাঁদ সূর্যের মহৎ জ্যোতি

মহান বাঙালি কাল
বাংলাকে করে উত্তাল-
সতেরোই মার্চ-উনিশ'শ বিশ সাল
টুঙ্গিপাড়ার জ্যোর্তিময় এক
গড়ে ইতিহাস কাল
স্বাধিকার আর স্বাধীনতার
স্বপ্নময় সকাল,

একাত্তরের সাতই মার্চে
দিলেন মুক্তির ডাক
শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ
পৃথিবী অবাক,

হিমালয় থেকে সুন্দরবন
তিনিই তোলেন ঝড়
সৃষ্টিতে অমর
গোপালগঞ্জের ভূমিপুত্র
মহান মুজিবর
লাল-সবুজের পতাকাতে
সুন্দর-ভাস্বর
ভাষার আশার বাহান্ন আর
শান্তির ঈশ্বর।।
সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা
এই বাংলাদেশ-চরাচর,

সত্যের উত্থান
মানব জয়গান
দেবশিশু এক- পূর্ণ্য খোকা
কাব্য অফুরান,

তাঁর সাথে মাঝি ছোটে
শুভ নৌকায়
মাঠের চাষিরাও ধান কাটে গায়
শিশু ছোটে-বুড়ো ছোটে
নর-নারী জেগে ওঠে
শ্রীচৈতন্যের আলোক মালায়
বারো আউলিয়ারই মুখ পার্থনায়
মসজিদ-মন্দির জানায় যে চার্চ
শুভ জন্মদিন আজ সতেরোই মার্চ।